ব্রি ধান১১৬

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১১৬ বোরো মৌসুমের উচ্চ ফলনশীল একটি জাত। জাতটির কৌলিক সারির নাম BR11318-5R-84। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক ২০১৫ সালে ব্রি ধান২৯ এর সাথে HUA 565 ৫৬৫ এর সংকরায়ণের পর সিঙ্গেল সীড ডিসেন্ট ভিত্তিক র‍্যাপিড জেনারেশন এডভান্সমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে Forward Breeding এবং Marker-assisted selection প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্রি গাজীপুর এবং অন্য চারটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে নির্বাচিত কৌলিক সারিটি পর পর ২ (দুই) বৎসর ফলন পরীক্ষার পর বোরো ২০২২-২৩ মওসুমে ব্রি'র সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে ও বোরো ২০২৩-২৪ মওসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে কৃষকের মাঠে উপযোগিতা যাচাইয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর বোরো ২০২৪-২৫ মওসুমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক স্পাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) সন্তোষজনক হওয়ায় ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৫ তম সভায় এ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান১১৬ নামে বোরো মওসুমে দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

.আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং ধান পাকলেও পাতা সবুজ থাকে।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৫-১০৮ সে.মি.।
- গাছের কান্ড শক্ত এবং মজবুত বিধায় হেলে পরেনা।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৮.২ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন এবং রং সাদা ।
- চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৬.৩% এবং ভাত ঝরঝরে।
- চালে প্রোটিনের পরিমান ৮.৯%।

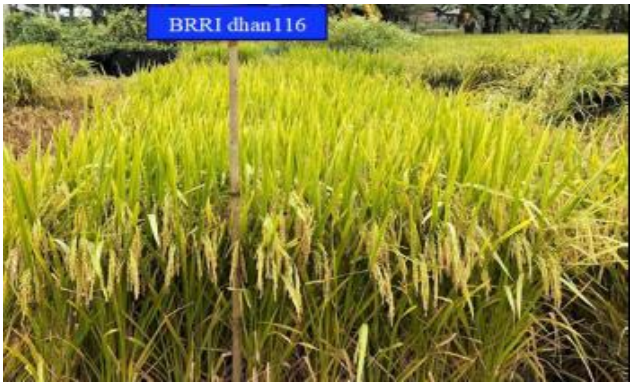

ব্রি ধান১১৬

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১১৬ এর ধানের গুনগত মান ভাল অর্থাৎ চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন। এ জাতের গাছ শক্ত এবং মজবুত বিধায় সহজে হেলে পরেনা। ধান পাকলেও ডিগ পাতা সবুজ থাকে। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় দশটি অঞ্চলে ব্রি ধান৯২ এর চেয়ে ব্রি ধান১১৬ প্রায় ১৩.৮% বেশি ফলন দিয়েছে। এ জাতের হেক্টরে গড় ফলন ৮.৫৯ টন। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্পনা করলে এ জাতটি হেক্টরে ১০.৪ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকাল: এ জাতের জীবন কাল ১৫৪ দিন।

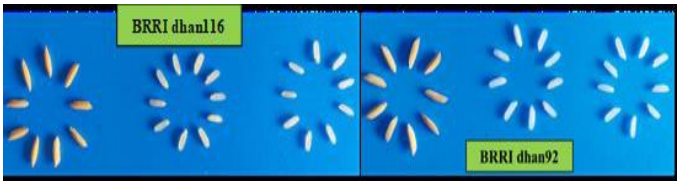

চাল

ফলন: ব্রি ধান১১৬ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৮.৫৯ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ১০.৪ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

কৌলিক সারিটি বোরো মওসুমে দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতোই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১৬-৩০ কার্তিক পর্যন্ত অর্থাৎ ০১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর ।০১ অগ্রহায়ণ থেকে ২৩ অগ্রহায়ণ।

২ **চারার বয়স:** ৪০-৪৫ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ২০ সে.মি ব্যবধানে রোপন করতে হবে।

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি করে।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী ধানের জাতের মতোই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৩৫	১৫	১৮	১৫	১.৫

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করা। ইউরিয়া সারের ১/৩ অংশ ১ম কিস্তিতে চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর, ১/৩ অংশ ২য় কিস্তিতে রোপনের ২৫-৩০ দিন পর এবং ১/৩ অংশ ৩য় কিস্তিতে রোপনের ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬. রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন: ব্রি ধান১১৬ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে অন্যান্য রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।

৭. আগাছা দমন: রোপনের পর ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৮. সেচ ব্যবস্থাপনা: রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন।

০৯. ফসল কাটা: ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ৫-২০ বৈশাখ অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল থেকে ৩ মে। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ পরিপক্ক হলে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd